শাক্তপদাবলী

মা আমায় ঘুরাবে কত
কলুর চোখ ঢাকা বলদের মত ?
ভবের গাছে বেঁধে দিয়ে মা, পাক দিতেছ অবিরত,
তুমি কি দোষে করিলে আমারে, ছটা কলুর অনুগত,

আলোচ্য পদে ভক্তকবি রামপ্রসাদ সেন মোহবদ্ধ জীবনের বেদনাকে অননুকরণীয় ভাষায় রূপক অলঙ্কারে ব্যক্ত করেছেন। জন্ম-মৃত্যু ব্যাধিগ্রস্ত মোহবদ্ধ জীবাত্মা প্রতি মুহূর্তে অনন্তকাল ধরে ঘূর্ণায়মান। তার নিজস্ব কোন স্বপ্ন সম্ভাবনা প্রকাশের জায়গা নেই, সে যেন চোখ বাঁধা কলুর বলদের ন্যায়, কলুর বলদ যেমন জলপ্রাপ্তির আশা না করে নিত্য বিঘূর্ণিত হয়, তেমনি মোহবদ্ধ জীবও ভবকলের গাছে বাঁধা, সেও নিত্য আবর্তিত হচ্ছে। কোন অদৃশ্য নিয়তি যে তাকে জ্বালা যন্ত্রণা দুঃখ বেদনার পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত করেছে তা জীবের পক্ষে জানা সম্ভব নয়, ভক্তকবি তাই করুণাময়ী মাতৃরূপিণীর কাছে প্রার্থনা করেন তাকে যেন অসহ্য (ভবযন্ত্রণা) থেকে উত্তীর্ণ করা হোক নচেৎ তার মানবজীবনের সার্থকতা আসা সম্ভব নয়, জীব মায়ামোহবদ্ধ, ষড়রিপুর অনুগত, কেননা জীবের আত্মশক্তি এখনও উন্মোচিত হয়নি। ফলে সে জড় জগতের অধীন হয়। তমঃসার জগী বৃত্তি ষড়রিপুর অনুগত হয়ে, সংকীর্ণ জীবন স্রোতে পাক খেতে খেতে যেমন অসহায় জীবাত্মা উপনীত হয় যে সেখান থেকে মুক্তি পাওয়া দুষ্কর মনে হয়, তাই ভক্তকবি মাতৃ শক্তির কাছে অভিযোগ তুলে, আকুল ক্রন্দনে নিঃশেষিত হয়ে অন্তরের অভীপ্সাকে কাব্য সৌন্দর্যে প্রকাশিত করতে প্রয়াসী হয়।

পদকর্তা আলোচ্য অংশে রূপকের আবরণে জীবন সত্যকে ব্যক্ত করেছেন। মানুষ পার্থিব জগতে ও জীবনে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের অনুগত হয়ে পরমাপ্রকৃতি আদ্যাশক্তিকে বিস্মৃত হয়, ফলে ব্যক্তিগত আত্মিক জীবনে তার মুক্তি আসে না। মানুষকে ষড়রিপুর প্রভাবে বস্তুজগতের প্রতি আসক্ত করে রাখা হয়, যে তার আপন স্বরূপ উপলব্ধিতে অক্ষম হয় এবং মাতৃমহিমা উপলব্ধি করতে পারে না, পদকর্তা এখানে কাম ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য এই ছটি রিপুকে ছটা কলুর বলদ বলে বুঝিয়েছেন, এই রিপুদের প্রকোপে মানুষের আত্মশক্তি আচ্ছন্ন হয়ে আসে, ফলে তার জীবনে লীলাগত সার্থক্য এমন কী অনুভব করা সম্ভব হয় না, এই রিপুদের অত্যাচারে তার জীবন অতিষ্ঠ। সংসারের দুঃখ কষ্টের অন্তরালে মানুষের উৎকণ্ঠা পীড়িত চিত্ত এখানে প্রতিফলিত। ষড়রিপুর একান্ত অনুগত, সাংসারিক-বন্দিত মানুষ মোহমায়ায় আবদ্ধ নিমজ্জিত মোহ ভিখারি রূপে জন্ম-শিরায় অশ্রুতে সম্মুখীন হয়, তারই মর্মভেদী আর্তনাদ আলোচ্য পদটিতে প্রকাশিত।